কিছু কথা

আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ তায়ালার বিশেষ মেহেরবাণীতে 'নির্বাচিত হাজার হাদীস' অল্প সময়ের ব্যবধানে পাঠকদের কাছে পৌঁছে গেছে। সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের নিকট থেকে দু'রকমের পরামর্শ এসেছে। "অল্প সময়ে অল্প পরিশ্রমে এত বেশী হাদীসের ইলম এর আগে কোথাও পাওয়া যায় নি -এটি সাধারণ ও অল্প শিক্ষিত লোকের জন্য খুবই উপকারী হয়েছে।" দ্বিতীয়টি "শুধু হাদীসের কেতাবের নাম উল্লেখ আছে রাবীর নাম সহ আসা দরকার। আরবী দিতে পারলে খুবই ভাল হত।" আমরা পরামর্শের আলোকে প্রতিটি হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর পূরো বানান সহ উল্লেখ এবং বর্ণনাকারীর (রাবীর) নাম উল্লেখ করতে পেরেছি। এখন প্রতিটি হাদীসেই দরূদ বলার কারণে দশটি করে রহমত পাবার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। যারা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের সকলের জন্য দোয়া করছি, আল্লাহ যেন তাদের সকলকেই দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম পুরস্কার দান করেন এবং আমাদের সকলকেই তাঁর রাহমাতের সাগরে সিক্ত করে জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করেন। আমীন॥

মগবাজার, ঢাকা
১লা রমজান, ১৪২২ হিজরী

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
প্রাক্তন এমপি

সূচীপত্র

১। ঈমান ও ইসলাম	৯
২। কবিরা গুনাহ	১০
৩। কুরআন সুন্নাহ আকড়ে ধর	১২
৪। ইলম	১৩
৫। ওজু	১৬
৬। পেশাব ও পায়খানা	১৭
৭। মিশওয়াক	১৮
৮। গোসল	১৯
৯। নামাজ	২০
১০। মসজিদে নামাজ	২৪
১১। নামাজের পোশাক	২৬
১২। দরূদ ও দোয়া পাঠ	২৭
১৩। জামায়াতে নামাজ	২৮
১৪। রাতের নামাজ	৩১
১৫। ঈদ ও অন্যান্য নামাজ	৩২
১৬। অসুস্থদের জন্য করণীয়	৩৩
১৭। মৃত্যু	৩৫
১৮। শ্রমিক	৩৯
১৯। যাকাত	৪০
২০। আল্লাহর পথে খরচ	৪১
২১। রোজা	৪৬
২২। কদরের রাত ও এতেকাফ	৫০
২৩। কুরআন তেলাওয়াত	৫১
২৪। দোয়া	৫৪
২৫। আল্লাহর স্মরণ-যিকর	৫৬
২৬। তওবা-ইসতেগফার	৫৭
২৭। হজ্জ	৬০
২৮। হালাল উপার্জন	৬২
২৯। ঋণ	৬৪
৩০। ওসিয়ত	৬৭
৩১। বিয়ে-সংসার	৬৭

৩২। শপথ ৭২
৩৩। অপরাধের শাস্তি বিধান ৭৩
৩৪। আনুগত্য ৭৬
৩৫। শাসক ও বিচারক ৭৭
৩৬। জিহাদ ৭৯
৩৭। সফর ৮৩
৩৮। শিকার ও যবেহ ৮৪
৩৯। আকীকা ৮৫
৪০। খাদ্য গ্রহণ ৮৫
৪১। মেহমানদারী ৮৯
৪২। পোশাক পরিচ্ছদ ৯০
৪৩। চুল ৯১
৪৪। ছবি ৯২
৪৫। চিকিৎসা ৯৩
৪৬। স্বপ্ন ৯৫
৪৭। সালাম ৯৬
৪৮। বসা ও শোয়া ৯৮
৪৯। হাঁচি, হাই তোলা ৯৯
৫০। বক্তৃতা ও ভাষণ ১০০
৫১। গীবত ১০৩
৫২। আচরণ ১০৩
৫৩। মর্মস্পর্শী বাণী ১১১
৫৪। আশা-আকাঙ্খা ১১৪
৫৫। রিয়া (লোক দেখানো কাজ) ১১৬
৫৬। ভয় ও কান্না ১১৭
৫৭। মানুষ ও যুগের পরিবর্তন ১১৭
৫৮। কিয়ামতের আলামত ১১৮
৫৯। জান্নাত ও জাহান্নাম ১২০
৫৯। নবীদের আলোচনা ১২৩
৬০। আরব কুরাইশ ১২৫
৬১। হাদীসে কুদসী ১২৮
৬২। বুখারী মুসলিম সমর্থিত ২৫টি হাদীস ১৩৮
৬৩। সাতজন শ্রেষ্ঠ হাদীস বর্ণনাকারী ১৪২

বিসমিল্লাহরি রাহমানির রাহীম

নির্বাচিত হাজার হাদীস

ঈমান ও ইসলাম

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমান সে যার জবান ও হাত হতে মুসলমানগণ নিরাপদে থাকে। (বুখারী- আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান ও অন্যান্য সকল মানুষ হতে প্রিয়তম না হই। (বুখারী, মুসলিম-আনাস রাঃ)

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট রয়েছে। (মুসলিম-আব্বাস রাঃ)

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলাম সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা হল 'আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এ কথা বল এবং তার উপর কায়েম থাক'। (মুসলিম-সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাকাফী রাঃ)

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামের অধিবাসী নারীরাই বেশী হবে কারণ (১) নারীগণ বেশী মাত্রায় অন্যের প্রতি লানত (অভিশাপ) দেয় এবং (২) স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকে। (বুখারী, মুসলিম-আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যই কাউকে ভালবাসল অথবা শত্রুতা রাখল এবং আল্লাহর জন্যই কাউকে দান করল অথবা দান থেকে বিরত থাকল সে তার ঈমান পূর্ণ করল। (আবূ দাউদ-আবু উমামা রাঃ)

৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার আমানত নাই তার ঈমান নাই, যার ওয়াদার মূল্য নাই তার দ্বীন নাই। (বায়হাকী-আনাস রাঃ)

৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাতের চাবি হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (হুকুমকর্তা) নেই- এর সাক্ষ্য দেয়া। (আহমদ-মুআয ইবনে জাবাল রাঃ)

৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমার সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমার অসৎ কাজ তোমাকে পীড়া দেবে- তখন তুমি মুমিন। (আহমদ-আবু উমামা বাহেলী রাঃ)

১০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামের নির্দশন হল মার্জিত কথা বলা ও অভুক্তকে খাদ্য দেয়া। (আহমদ-আমর ইবনে আবাসা রাঃ)

কবিরা গুনাহ

১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবিরা গুনাহ হচ্ছে (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা (২) পিতামাতার অবাধ্য হওয়া (৩) কাউকে হত্যা করা (৪) মিথ্যা হলফ (শপথ) করা। (বুখারী-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকের আলামত চারটি (১) আমানতের খিয়ানত করে, (২) কথা বললে মিথ্যা বলে, (৩) ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে (৪) কলহের সময় অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে। (বুখারী, মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ)

১৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকের উদাহরণ হচ্ছে সে বানডাকা ছাগীর মতো, যে দুই ছাগপালের মধ্য থেকে একবার এ পালের দিকে আবার ঐ পালের দিকে দৌড়ায়। (মুসলিম-আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ)

১৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দা ব্যভিচার করে তখন ব্যভিচারের সময় তার ঈমান তার থেকে বের হয়ে যায়। (তিরমিযী, আবু দাউদ-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি তোমার

পিতামাতার অবাধ্য হবে না যদিও তাঁরা তোমাকে তোমার পরিবার ও সম্পদ ছেড়ে যেতে বলেন। (আহমাদ-মুয়ায ইবনে জাবাল রাঃ)

১৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের অন্তরে যে খটকার উদয় হয় উহা আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দিবেন যে পর্যন্ত না তাহা কার্যে পরিণত বা মুখে প্রকাশ করে। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের ন্যায় বিচরণ করে থাকে। (বুখারী, মুসলিম-আনাস রাঃ)

১৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রসবকালে শিশুর চিৎকার শয়তানের খোচার কারণেই। (বুখারী, মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

১৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কাফেরের জন্য তার কবরে নিরানব্বইটা সাপ নির্ধারণ করা হয় যা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকে। সাপগুলোর কোনো একটা সাপ যদি যমীনে একবার নিঃশ্বাস ফেলতো তাহলে যমীনে কখনও সবুজ ঘাষ জন্মাত না। (দারেমী-আবু সাঈদ খুদরী রাঃ)

২০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআনে নিশ্চিত ইলম ব্যতীত মনগড়া কোন কথা বললে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে তৈরী করে নিল। (তিরমিযী-আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাঃ)

২১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মিথ্যাবাদী হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যা শুনবে (সত্যতা যাঁচাই না করে) তাই বলবে। (মুসলিম-আবু হুরায়রা রাঃ)

২২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি জেনে শুনে মিথ্যা আরোপ করেছে সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে তৈরী করে নিল। (তিরমিযী-ইবনে আব্বাস রাঃ)